রুকূর আগে ও পরে হাত তোলার বিধান

সংকলক ঃ-
আযীযে মিলাত মুফতি
মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা।
মোঃ ৯৭৩৪১৩৫৩৬২

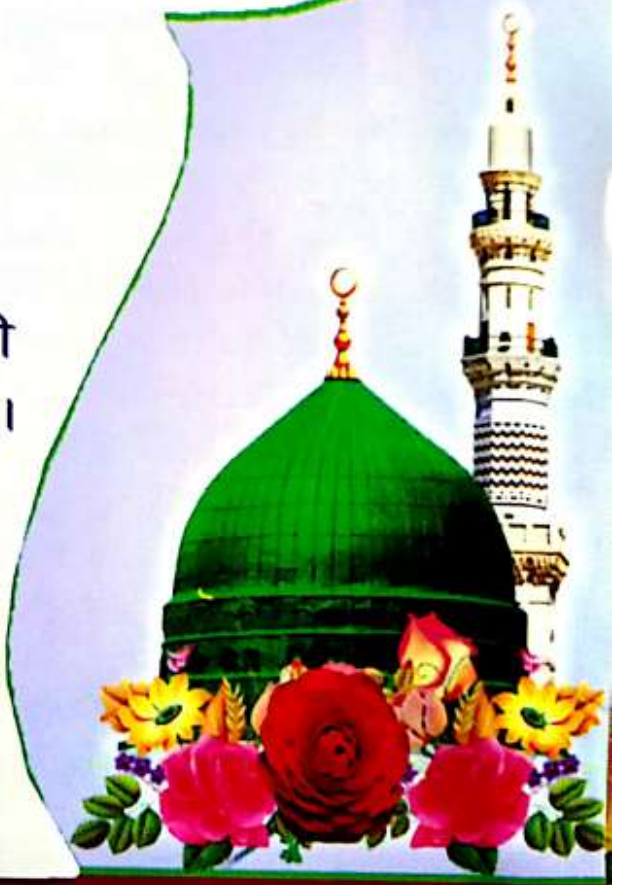

প্রকাশক ঃ
ফারেগীনে মাদ্রাসা মাদীনাতুল উলূম
খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা। শিক্ষাবর্ষ-২০২০

রূকূর আগে ও পরে হাত তোলার বিধান

লেখক ঃ-

আযীযে মিল্লাত

মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী।

বড় বাগান,মানিকচক,মালদা।

Mob:- 9734135362

e-mail:- azizemillat786@gmail.com

শিক্ষক ঃ-

মাদ্রাসা মাদীনাতুল উলুম

খালতিপুর,কালিয়াচক,

মালদা (পঃবঃ)

ইমাম ঃ-

পাঁচতলা জামে মসজিদ

ঘাড়িয়ালিচক, কালিয়াচক,

মালদা (পঃবঃ)

প্রকাশক ঃ
ফারেগীনে মাদ্রাসা মাদীনাতুল উলূম
খালতিপুর,কালিয়াচক, মালদা- শিক্ষাবর্ষ - ২০২০

ফাযিলগণের নাম -

১। রাবিউল ইসলাম- মুর্শিদাবাদ, ২। আবু তালেব- মুর্শিদাবাদ,
৩। আব্দুল আযিয- নদীয়া, ৪। জামিউল হক- মালদা।

আলিমগণের নাম -

১। সোনারুল ইসলাম- দঃ দিনাজপুর, ২। রুবেল রানা- মুর্শিদাবাদ, ৩। ঈদুল ইসলাম- বাঁকুড়া,
৪। আজহার মালিক- বীরভূম, ৫। মাসউদ মিঞা- দঃ দিনাজপুর, ৬। গোলাম রাব্বানী - মালদা।
৭। সাফিউল ইসলাম- মুর্শিদাবাদ।

ক্বারী গণের নাম -

১। সানাউল হক- সাহেবগঞ্জ, ২। রামজান সেখ- মালদা, ৩। মোহাঃ আব্দুল আহাদ- মুর্শিদাবাদ, ৪। বানী ইসরাইল সেখ- মুর্শিদাবাদ, ৫। জাহাঙ্গীর সেখ- মুর্শিদাবাদ, ৬। আব্দুল্লাহ সেখ- বীরভূম, ৭। আলিউল মন্ডল- বীরভূম, ৮। সাহেব হোসাইন- উঃ দিনাজপুর, ৯। আলিম হোসেন- উঃ দিনাজপুর, ১০। মোহাঃ মোজাফফার আলি- উঃ দিনাজপুর, ১১। মোতিউর রহমান- বীরভূম, ১২। গোলাম হোসেন- উঃ দিনাজপুর, ১৩। শাহআহমাদ সেখ- বীরভূম, ১৪। মোহাঃ হায়াত আলি- সাহেবগঞ্জ, ১৫। লাশকার আলি- উঃ দিনাজপুর, ১৬। সাইফুল ইসলাম- উঃ দিনাজপুর, ১৭। আইয়ুব সেখ- বীরভুম, ১৮। মোমেনুর ইসলাম- দঃ দিনাজপুর, ১৯। সাত্তার আলি- রায়গঞ্জ, ২০। মেহরুল্লা- রায়গঞ্জ, ২১। নেজামুদ্দিন সেখ- মুরারই, ২২। নুর জামাল রেজবী- চাঁচল, ২৩। মানজারুল হোসাইন- চাঁচল, ২৪। শাহ আলাম-চাঁচল,

সূচীপত্র

অভিমত ৪

ভুমিকা ৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

"নাসখ"(রহিতকরণ) এর বিবরণ। ৮

"নাসখ"(রহিতকরণ)-এর প্রকার ভেদ ১১

নাসখ প্রমাণিত হওয়ার বর্ণনা। ১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রূকূর পুর্বাপর হাত তোলার হুকুম মানসূখ (রহিত)। ১৩

হযরত আসিম বিন কুলাইব-এর নির্ভরতা ১৫

নবী(আলাইহিস সালাম)শেষ যুগে হাত তোলা ত্যাগ করে দিয়েছিলেন। ১৬

পরবর্তী কর্মই প্রাধান্য পাবে। ১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রূকুর আগে ও পরে হাত উত্তোলন না করার প্রমাণ। ১৮

হযরত ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হাদীসের সনদ (সূত্র) সমূহ। ১৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খোলাফায়ে রাশেদীন -এর আমল। ২৭

সাহাবীদের আমল। ২৮

সাহাবী ও তাবেঈদের আমল। ২৯

তাবেঈদের আমল। ৩০

ইমাম আবু হানিফার মুনাযারা। ৩১

অভিমত

ক্বোরআন ও হাদীস বিশারদ,জামেয়ে মাকূলাত ও মানকূলাত হযরত আল্লামা মৌলানা মুফতী ওয়ায়েয়ুল হক মিসবাহী, শাইখুল হাদীস জামেয়া রেজবিয়া পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ি, মালদা, পঃবঃ, ভারত।

আমাদের মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। এই ধর্মের মহা গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের মধ্যে কেয়ামত অবধি মানব জীবনের সমদয় সমস্যার সমাধান বর্তমান। কারণ এই গ্রন্থের মধ্যে সমদয় বস্তুর জ্যোতির্ময় বিবরণ রয়েছে। মহান আল্লাহ ইর্শাদ করেন,

ونزلناعليک الكتاب تبيانالكل شی. **"এবং আমি তোমার প্রতি কেতাব আবতরণ করলাম, যার মধ্যে প্রত্যেক বস্তুর জ্যোতির্ময় বিবরণ রয়েছে"** কিন্তু তা থেকে অবগত হওয়া সাধারণের আওতার উর্ধে। তাকে সঠিক ভাবে বোঝার ক্ষমতা রাখেন এক মাত্র ধর্মের জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ। মহান আল্লাহ ইর্শাদ করেন, ومايعقلهاالاالعالمون

"এবং তার বোধ রাখেন একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ"।

কাজেই যারা সাধারণ, তাদেরকে নির্দেশ দান করা হলো যে, অজানা বিষয়কে জানতে হলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর। পবিত্র কোরআন ইর্শাদ করছে,

فاسئلوااهل الذكران كنتم لاتعلمون. **এবং যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই তা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর।"** কিন্তু এই জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গও নিজেরাই কোরআনকে সঠিক ভাবে বোধ করতে অপারগ কাজেই তাদেরকে মহা নবীর বোধের প্রতি ভরসা রাখতে হবে। মহান আল্লাহ ইর্শাদ করেন,

وانزلناالیک الذکر لتبین للناس مانزل الیهم .

"এবং আমি তোমার প্রতি কোরআন নাযেল করলাম যাতে মানবজাতির জন্য ব্যাখ্যা কর সেই জিনিসের যা তাদের প্রতি নাযেল হয়েছে।"

এমাম আব্দুল অহ্হাব শা-রানী যার বিষয়ে বিরোধীদের ধর্মগুরু নাযীর হোসাইন দেহেলবী মোজতাহিদ বলে ঘোষনা করেন, তিনি ইর্শাদ করেন,

لولا رسول الله ﷺ فصل بشريعته مااجمل فی قرآن بقی علی اجمالها كماان الائمة المجتهدين لولم يفصلوا مااجمل فی سنة لبقيت علی اجمالها وهكذاالیٰ عصرناهذا..

"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহো আলাইহি অ সাল্লাম যদি নিজের শরীয়তের ব্যাপারে কোরআনের সংক্ষিপ্তর ব্যাখ্যা না করতেন, তাহলে কোরআন নিজের সংক্ষেপে এর উপরে থেকে যেত। যেরূপ মোজতাহিদ এমামগণ হাদীসের সংক্ষিপ্তর ব্যাখ্যা না করতেন, তাহলে অনুরূপ সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকতো এবং এভাবে আমাদের যুগ পর্যন্ত অর্থাৎ পরবর্তী আলেমগণ এমামগনের উক্তির ব্যাখ্যা না করলে সেটাকে আমরা বোধ করতে পারতামনা।"

উপরোক্ত বিবরণ থেকে একথা পরিস্কার হয়ে যাচ্ছে যে, আমাদের এই ধর্মকে পুরোদমে জানার জন্য পবিত্র কোরআন, হাদীস, মোজতাহিদ এমাম এবং পরবর্তী আলেমগণের উক্তি মালার সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় হেদায়াতের পরিবর্তে গুমরাহীর সম্মুখিন হতে হবে। বর্তমানে আমাদের অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব পুরূষ হানাফী মতে ছিলেন অথচ তাদেরই সন্তান ওয়াহাবীদের প্রতারণায় পড়ে বাংলা ভাষায় হাদীসের বাহ্যিক রূপ পাঠ করে রূকুর পূর্বে ও পরে হাত তোলতে শুরু করেছেন এবং ভেবে দেখছেন না যে, যুগ যুগ ধরে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ, মহান আলেমদের হেদায়াত মোতাবিক হানাফী মতে নামায পড়ে আসছেন আর না এ ব্যাপারে নিজের সমাজের আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করছেন যে, আমরা হাদীস এ ধরনের পড়ছি অথচ আমাদের সমাজের আমল তার প্রতিকুল, সুতরাং এটার সমাধান কি হবে ? রূকুর পূর্বে ও পরে হাত উত্তোলন করতে হবে, হবেনা উভয় পক্ষে হাদীস বিবৃত হয়েছে কিন্তু হাত তোলার হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে এবং না তোলার হাদীসটি রহিতকারী এবং রহিত হাদীসের প্রতি আমল করতে নেই।

রুকুর পূর্বাপরে হাত তোলা যাবে, যাবেনা, নাভীর নীচে হাত বাধবে অথবা বুকের উপরে, আমীন উচ্চস্বরে বলবে অথবা নিম্নস্বরে বিষয়গুলি এমন নয়, যে সবের উপর ইসলাম ও সুন্নাত নির্ভর করে। কিন্তু এই অঞ্চলে যারা হাত উত্তোলন করেন, বুকের উপরে হাত বাঁধেন এবং উচ্চস্বরে আমীন বলেন তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, ওয়াহাবিয়াতের প্রচার যা ইসলামের মধ্যে একটি ঈমান নাশক ফিৎনা। যেটাকে দমন করা এক ধর্মীয়দায়িত্ব।

এই দায়িত্বের মহান গুরুত্বকে অনুভব করে পশ্চিম বাংলার এক নব যুবক সনামধন্য আলেম আমার প্রিয় পাত্রও স্নেহের ভাই হযরত **মৌলানা মুফতী অব্দুল আযীয সাহেব শিক্ষক (মাদ্রাসা গৌসিয়া ফাসীহিয়াহ মাদীনাতুল উলূম খালতিপুর)**, কলম ধরলেন এবং রূকুর পূর্বাপর হাত তোলা যাবে না, এই বিষয়টির বলিষ্ঠ হওয়াকে নিখুত প্রমানাদির দ্বারা তুলে ধরলেন যা এক পুস্তিকার রূপ ধারণ করলো এবং পুস্তিকাটির নাম রাখলেন **"রূকূর আগে ও পরে হাত তোলার বিধান"** সময়ের অভাবে পুস্তিকাটি আদ্যপ্রান্ত পাঠ না করলেও তার বিশেষ বিশেষ অংশগুলি অবশ্যয় পাঠ করে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হলাম যে, লেখক স্বীয় নেক প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সফল হয়েছে। কাজেই মুসলিম সমাজের শিক্ষিত জনসাধারণকে পরামর্শ দিব যে, পুস্তিকাটিকে নিরাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঠ করুন আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনাদের সন্দেহর অন্ধকার কেটে পড়বে, নিশ্চয়তা গগনের নক্ষত্ররাশি চমকে উঠবে, হানাফী জগতের প্রতি ঘৃনার পরিবর্তে প্রেমের মশাল জ্বলে উঠবে।

এক বাক্যে বলতে বাধ্য হবেন যে, এই দেশের সৈন্যরা আপন দেশের রক্ষনাবেক্ষনে জবাবহীন। পরিশেষে দুআ করি যে, মহান আল্লাহ লেখকের জ্ঞানগত যোগ্যতা এর ধর্মীয় তদন্ত ও গবেষনাকে বৃদ্ধি করেন আর কলমকে বলিষ্ঠকার ও ধর্মের বেশি বেশি সেবা করার তৌফীক দান করেন। তদূপরি তাঁর অন্যান্য পুস্ত ক-পুস্তিকার মত এই পুস্তিকাকেও পাঠকের নযরে প্রিয় করে তোলেন। (আমীন)

آمين بجاه سيد المرسلين عليهم السلام

ইতি-

ওয়ায়েয়ুল হক মিসবাহী

ইমামের পিছনে ক্বেরাত নিষেধ- প্রমাণে পড়ুন

ইমামের অনুসরনে ক্বেরাতের হুকুম।

ভূমিকা

উপস্থিত সময়ের কিছু সংখ্যক সাধারণ শিক্ষিত মুসলমান পবিত্র হাদীস পাঠের আবেগে বাংলা বোখারী শরীফ ও অন্যান্য বাংলা কেতাবাদী পড়া-শুনা করতে শুরু করে।

কিন্তু, যেহেতু বোখারী শরীফ তৎসহ অন্যান্য কেতাবাদী আহলে সুন্নাত ও জামায়াত কর্তৃক বঙ্গানুবাদ না থাকায় বদ মাযহাব (তথা বিরোধীদের) বঙ্গানুবাদ পাঠ করতে আরম্ভ করে, এবং সেই অনুবাদিত বোখারী শরীফ পাঠ করে আহলে সুন্নাত ও জামায়াত (হানাফী) মাসআলা সমূহের বিরোধীতা শুরু করে। এমতাবস্থায় ঐসমস্ত সাধারণ শিক্ষিত লোকদের সঠিক মাসআলা বোঝানোর চেষ্টা করলেও তারা বোখারী শরীফের কিছু উক্তি উপস্থাপন করে এবং সঠিক তথ্যাদি বুঝাতে অপারগ হয় এবং নিজ অন্তরে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, আমার মতামতই সঠিক। কিন্তু সে এটাই বোঝেনা যে, হাদীস পাক থেকে সরাসরি মাসআলা বের করা সাধারণ ব্যক্তি দ্বারা সম্ভব নয়। তাই আমি কলম ধরতে বাধ্য হলাম, রূকূর আগে ও পরে উভয় হাত উত্তোলন করার বিষয়ে। এই বিষয়টি খুবই দ্বন্দ্বনীয়; সাধারণ ব্যক্তি এটাকে নিয়ে ভীষণ ধোঁয়াসায় রয়েছে।

আলহামদু লিল্লাহ উক্ত বিষয়ে আমি যা, সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেদিয়েছি; নিরাপেক্ষতা বজায় রেখে কোনো ব্যক্তি যদি অনতত একবার এই পুস্তকটি পাঠ করে, তাহলে (ইনশাআল্লাহ) এই বিষয়ে সে সঠিক মাসআলার জ্ঞান লাভে সক্ষম হবে এবং তার অন্তরে আবদ্ধ ভুল ধারনা দূরীভূত হবে।

ইতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী

৮ আগষ্ট ২০১৭ রোজ মঙ্গলবার

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمدلله رب العٰلمين والعاقبة للمتقين والصلٰوة والسلام علىٰ سيدالمرسلين وعلى اٰله المطهرين وصحبه المهتدين وعلماء دين المتين امابعد.

এই বইটির বিষয় বস্তু হল নামাযে রূকূতে যাওয়ার সময় ও রূকূ থেকে উঠার সময় উভয় হাত উত্তোলন করা সঠিক না বেঠিক ?

❁ উক্ত মাসআলা সম্পর্কে হানাফী মত পোষণ কারীদের নিকট রূকূতে যাওয়ার সময় এবং রূকূ হতে উঠার সময় উভয় হাত উত্তোলন করা সুন্নাতের পরিপন্থী ও নিষেধ।

❁ কিন্তু গায়ের মোক্বাল্লিদ (মাযহাব অমান্যকারী) ওয়াহাবীরা এ দু'সময়ে উভয় হাত উত্তোলন করে, এবং শুধু তাই নয়, তার উপর তারা খুবই গুরুত্ব ও জোর দিয়ে থাকে।

সর্ব প্রথমে জেনে রাখা উচিৎ যে, উভয় পক্ষের কাছে তার প্রমাণে হাদীস পাক রয়েছে। কিন্তু রূকূতে যাওয়ার এবং উঠার সময় উভয় হাত তোলার পক্ষে যে সব হাদীস শরীফ রয়েছে সেই সমস্ত হাদীসের হুকুম মান্‌সুখ (রহিত) হয়ে গেছে। অর্থাৎ এ হুকুম পূর্বে ছিল পরে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

"নাসখ"(রহিতকরণ) এর বিবরণ ঃ

এই পৃথিবী যত দিন থেকে অস্তিত্বে দন্ডায়মান হয়েছে তার মধ্যে স্থান কাল পাত্র হিসাবে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয়েছে এবং হয়েই আসছে। যেমন একটি শিশু ভূমিষ্ট হয় ক্রমে ক্রমে বিবেকবান হয়, আবার যৌবনে পা রাখে আর বৃদ্ধ হয়ে ইহকাল ত্যগ করে, এই অবস্থাটা জীবনের পরিবর্তন। কিন্তু তার সাথে সাথে সামাজিক জীবনাবস্থার পরিবর্তন হওয়াটাও স্বাভাবিক।

প্রথমে শিশুর উলঙ্গ থাকাটা কোনো দোষ ত্রূটি মনে হয়না। কিন্তু কিছু দিন পর পোশাকে সজ্জিত হওয়া উত্তম ও সুন্দর মনে হয়। আবার কিছু দিন পর জরুরী হয়ে পড়ে।

শৈশবের পোশাক যৌবনকালে ফিট হয় না যার ফলে পোশাকের সাইজ পরিবর্তন করতে হয়, আর যৌবনকালের পোশাক বৃদ্ধাবস্থায় শোভা পায় না। দেখুন! সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে পোশাকেরও পরিবর্তন হচ্ছে। এই মতো দিবা-নিশি জীবনে অসংখ্য অবস্থা দৃষ্টি গোচর হয়।

উপরোক্ত উদাহরণের আলোকে ধর্মীয় নিয়ম নীতিকেও বোঝা যেতে পারে, কেননা স্থান কাল পাত্র হিসাবে তারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যেমন – হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর যুগে যখন নিজ ভাই-বোন ছাড়া আর অন্য কোন পুরুষ ও নারী ছিল না, তখন এক নবজাতকের সহিত দ্বিতীয় নবজাতকের বিবাহ সম্পন্ন করা হালাল ও বৈধ ছিল। কিন্তু যখন বিজাতিয় নর ও নারী পাওয়া যেতে লাগল তখন ভাই ও বোনের সহিত বিবাহ হারাম ও অবৈধ হয়ে গেল।

আল্লাহপাক পবিত্র ক্বোরআনে ইরশাদ করেছেন –

مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْنُنْسِهَانَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآاَوْمِثْلِهَاالَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ– যখন আমি কোন আয়াতকে মানসুখ (রহিত) করে দিই, কিংবা বিস্মৃত করে দিই তখন এর চেয়ে উত্তম কিংবা এর মতো (কোন আয়াত) নিয়ে আসবো। তোমার কি খবর নেই যে, আল্লাহ পাক সব কিছু করতে পারেন ? (সূরা বাক্বারাহ আয়াত ১০৬)

☞ ক্বোরআন করীম পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর বিধি-বিধান ও কেতাব গুলোকে রহিত করে দিয়েছে। এটা কাফিরদের নিকট অস্বাভাবিক বলে মনে হল। তারা এটা নিয়ে সমালোচনা করল। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে যে, রহিত আয়াতও আল্লহর পক্ষ থেকে এবং

রহিত কারী (নাসিখ)ও। উভয় স্বয়ং হিকতম।

☞ কখনও রহিতকারী (আয়াত) রহিতকৃত (আয়াত) অপেক্ষা সহজ ও অধিক কল্যাণকর হয়। আল্লাহর কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনকারীর মনে এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। সৃষ্টি জগতের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ পাক দিন দ্বারা রাতকে, গ্রীষ্মকালে দ্বারা শীত (ও বসন্ত) কালকে, যৌবন দ্বারা শৈশবকে, অসুস্থতা দ্বারা সুস্থতাকে (শীতও) বসন্তকাল দ্বারা হেমন্তকালকে রহিত করেন। এসব রহিতকরণ এবং পরিবর্তন হচ্ছে তাঁরই কুদরতের দলীল। সুতরাং এক আয়াত কিংবা একটা নির্দেশ রহিত হওয়ায় আশ্চর্যের কী আছে ?

রহিতকরণের মাধ্যমে পূর্ববর্তী (রহিতকৃত) হুকুমের মেয়াদ বা সময়সীমার বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ উক্ত হুকুমটা এ মেয়াদের জন্যই ছিল এবং যথাযথ হিকমত ছিল। কাফিরদের অজ্ঞতা এই যে, রহিতকরণের উপর আপত্তি করে থাকে।

আর আহলে কেতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) এর আপত্তি তাদের ধর্ম বিশ্বাসের দৃষ্টিকোন থেকেও ভুল। (কারণ) তাদেরকে অবশ্যই হযরত আদম আলাইহিস সালাম-এর বিধি বিধান রহিত হয়ে যাওয়ার কথা মেনে নিতে হবে। তদুপরি, একথাও স্বীকার করতে হবে যে, তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শনিবারের দিন পার্থিব কাজ করা হারাম বা নিষিদ্ধ ছিলনা, (পরে) তাদের উপরই হারাম করা হয়েছে। একথাও তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তাওরীতে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর উম্মতের জন্য সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণী হালাল বলে ঘোষনা করা হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর উপরও অনেক প্রাণী হারাম করে দেয়া হয়। এসব সত্বেও রহিতকরণের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে।

নাসখের প্রকার ভেদ

নাসখ (রহিতকরণ) ঃ– তিন ধরণের হয়ে থাকে।

১। কখন শুধু 'তেলাওয়াত' রহিত হয় যেমন –

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا

অর্থ ঃ– বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যদি যেনা করে বসে তাহলে উভয়কে রাজম করো (অর্থাৎ পাথর মেরে শেষ করো) নূরুল আনওয়ার ১০ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত আয়াতের হুকুম এখনও প্রচলিত আছে কিন্তু তার তেলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে। কারণ মুসহাফে (কোর্‌আনে) তা লিপিবদ্ধ নেই।

২, কখনও শুধু হুকুম রহিত হয়, তেলাওয়াত প্রচলিত থাকে। যেমন –

অর্থঃ– তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবং আমার দ্বীন আমার। (সূরা কাফেরুন ৬ আয়াত)। لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

☞ অর্থাৎ তোমাদের জন্য তোমাদের কুফর এবং আমার জন্য আমার তাওহীদ (আল্লাহর একতা) ও আমার নিষ্ঠা। জিহাদের আয়াত দ্বারা উক্ত আয়াতটি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

৩। কখনও তেলাওয়াত এবং হুকুম উভয়ই রহিত হয়ে থাকে।

যেমন বায়হাক্বী শরীফে' ইমাম বায়হাক্বী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আবূ উমামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, একজন আনসারী সাহাবী শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে উঠলেন এবং সূরা ফাতেহার পর একটি সূরা যা তিনি প্রত্যহ তেলাওয়াত করতেন, পাঠ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তা মোটেই স্বরনে আসলো না এবং বিসমিল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুই পড়তে পারলেন না। ভোরে এ ঘটনা অন্যান্য সাহাবীর নিকট বর্ণনা করলেন। তাঁরা বললেন, "আমাদের একই অবস্থা।" সবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর দরবারে গিয়ে ঘটনা আরয

করলেন। নবী পাক আলাইহিস সালাম এরশাদ করলেন, "গত রাতে সেই সূরাটা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তেলাওয়াত এবং হুকুম উভয় রহিত হয়েছে। এমনকি যেসব কাগজে উক্ত সূরাটা লিপিবদ্ধ করা হয়ে ছিল, সেগুলোর উপরও এর চিহ্ন পর্যন্ত বাকী থাকেনি।"

☞ যেভাবে এক আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়, তেমনি 'হাদীস -ই-মুতাওয়াতির দ্বারা আয়াত রহিত হয়ে থাকে।

❁ মোহাদ্দেসীন কেরামের পরিভাষায় হাদীস-ই-মুতাওয়াতির বলা হয়, যে হাদীসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমভাবে এমন বিরাট সংখ্যক বর্ণনাকারী থাকেন, যাঁদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নয় বা অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়।

নাসখ প্রমাণিত হওয়ার বর্ণনা।

আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি "শারহে নুখবাতুল ফিকর" এ লিখেছেন, নাসখ প্রমাণিত হয়ে থাকে তিন প্রকার ভাবে –

১। স্বীয় ধর্মগুরু পূর্বের হুকুম রহিত হয়ে যাওয়ার বিবৃতি (State-ment) দিয়ে দেন। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত বুরায়দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে–

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَتِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ

অর্থঃ– আমি তোমাদেরকে ক্বরসমূহের জিয়ারত করতে নিষেধ করেদিয়ে ছিলাম (আমি হুকুম দিচ্ছি) তোমরা তার জিয়ারত করো ! কেননা কবর সমূহের জিয়ারত তোমাদেরকে পরকালের স্মরণ করাবে। (নুখবাতুল ফিকর ৪৬ পৃষ্ঠা)(আল হাদীস)

২। পৃথক মতের দুটি রেওয়ায়াতের মধ্যে কোন একটির পশ্চাৎবর্তী সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন।

كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ الْوُضُوْءَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ

অর্থঃ– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রথমে আগুন দ্বারা রান্না কৃত জিনিস ভোগ করার পর ওজু করতেন। কিন্তু পরে ওজু করা ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। (নুখবাতুল ফিকর ৪৬ পৃঃ)(আল হাদীস)

সুতরাং পরবর্তী কর্ম পূর্ব কর্মের নাসিখ (রহিতকারী)

৩। অনুরূপ ভাবে, যদি তারিখ দ্বারা দুই পৃথক মতের রেওয়ায়াতের মধ্যে কোন রেওয়ায়াতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হওয়ার প্রমাণ হয় তবে পূর্ববর্তীর জন্য পরবর্তী রেওয়ায়াত নাসিখ (রহিতকারী) হবে। আর পূর্ববর্তী রেওয়ায়াতকে মানসূখ (রহিত কৃত) বলা হবে। (নূখবাতুল ফিকর ৪৭ পৃঃ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রূকূর পুর্বাপর হাত তোলার হুকুম মানসূখ (রহিত)।

১। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী আল্লামা বাদরুদ্দীন আইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

اِنَّهُ رَاٰى رَجُلاً يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ عِنْدَالرُّكُوْعِ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ لَهُ لَاتَفْعَلْ فَاِنَّهُ شَئٌ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَرَكَهُ

অর্থঃ– তিনি এক ব্যক্তিকে রূকূতে যাওয়ার সময় এবং রূকূ থেকে মাথা তোলার সময় উভয় হাত তুলতে দেখলেন অতঃপর তাকে বললেন, এরূপ করো না। কেননা এটা এমন কাজ যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রথমে করেছিলেন এর পর ছেড়ে দিয়েছেন। (শারহে বোখারী ৩ খন্ড ২৭৩ পৃঃ, বাদায়েউস সানায়ে ১ খন্ড ৩৫৭ পৃঃ, আল মাবসুত ১খন্ড ১৪ পৃঃ, কেনায়া ১ খন্ড ২৭১ পৃঃ)

২। 'বাদায়েউস সানায়ে' গ্রন্থের লেখক নামাযে রূকূতে যাওয়ার ও রূকূ থেকে উঠার সময় উভয় হাত তোলার হুকুম রহিত হওয়ার প্রমাণ দিতে গিয়ে লিখেন,

فَلَاحَاجَةَ اِلٰى رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَمَارَوَاهُ مَنْسُوْخٌ فَاِنَّهُ رُوِىَ اَنَّهُ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ ثُمَّ تَرَكَ ذَالِكَ بِدَلِيْلِ مَارَوٰى اِبْنُ مَسْعُوْدٍ رضى الله عنه اِنَّهُ قَالَ رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَعْنَا وَتَرَكَ فَتَرَكْنَا دُلَّ عَلَيْهِ اِنَّ مَدَارَحَدِيْثِ الرَّفْعِ عَلٰى عَلِيٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَاصِمُ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍ سَنَتَيْنِ فَكَانَ لَايَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِى تَكْبِيْرَةِ الْاُفْتِتَاحِ .

وَمُجَاهِدٌقَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَسَنَتَيْنِ فَكَانَ لَايَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِى تَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ فَدُلَّ عَمَلُهُمَا عَلٰى خِلَافِ مَارَوَيَا عَلٰى مَعْرِفَتِهِمَا اِنْتِسَاخِ ذٰلِكَ

অর্থঃ– অতঃপর হাত তোলার প্রয়োজন নেই। যে সমস্ত হাদীস হাত তোলার পক্ষে বর্ণিত হয়েছে, সে সমস্ত হাদীস মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (প্রথমে) হাত তোলতেন পরক্ষণে তা ছেড়ে দিয়েছেন। তার প্রমাণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন যখন নবী আলাইহিস সালাম রাফয়ে য়্যাদাইন (উভয় হাত উত্তোলন) করতেন তো আমরাও তাঁর অনুসরণে রাফয়ে য়্যাদান করতাম। আবার যখন তিনি ছেড়ে দিলেন তো আমরাও ছেড়ে দিলাম। (তাছাড়া রাফয়ে য়্যাদাইন না করার পক্ষে আরো দৃঢ়তা প্রদান করে) এই বিষয়টি যে, রাফয়ে য়্যাদাইন করার পক্ষে হাদীস সমূহের নির্ভরতা হযরত আলী এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর প্রতি, কিন্তু হযরত আসিম বিন কুলায়ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিছনে দুই বছর ধরে নামায আদায় করেছি, আমি স্বচক্ষে দেখেছি তিনি প্রথম তাকবীর ছাড়া আর কখনও উভয় হাত উত্তোলন করতেন না।

এবং হযরত মোজাহিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিছনে দুই বছর ধরে নামায আদায় করেছি, তিনি প্রথম তাকবীর ছাড়া আর উভয় হাত উত্তোলন করতেন না। দুই হযরত (তথা হযরত আলী ও ইবনে ওমর) এর আমল (কর্ম) তাঁদের বর্ণিত হাদীসের বিপক্ষে হওয়ায় প্রমাণ হয় যে, হযরত আলী এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর উভয় হযরত রাফয়ে য়্যাদাইন (উভয় হাত উত্তোলন) করাকে মানসূখ (রহিত) জানতেন। (বাদায়েউস সানায়ে ১ খন্ড ২০৮ পৃঃ)।

☞ এবং হযরত ইমাম মোজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রসিদ্ধ মতে সকলের নিকট সেক্বাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী (বর্ণনাকারী) এবং তাঁর কথাবার্তা গ্রহণযোগ্য। সেহাহ সিত্তার সমস্ত গ্রন্থেই তিনি রাবী (বর্ণনাকারী) হিসাবে আছেন।

হযরত আসিম বিন কুলাইব এর নির্ভরতা।

☞ হযরত ইমামে বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি "তারিখে কাবীর" গ্রন্থে হযরত আসিম বিন কুলাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সেখানে তার সম্পর্কে কোন রকমের পর্যালোচনা করেন নি, যা তাঁর নির্ভরযোগ্য হওয়ার প্রমাণ।

☞ হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হযরত আসিম বিন কুলাইব সম্পর্কে বলেছেন –

অর্থঃ- তাঁর হাদীস দলীল হওয়াতে কোন রকমের সন্দেহ নেই। (তাহযীবুত তাহযীব ৫ খন্ড ৫৬ পৃঃ)

☞ "এ'লায়ুস সুনান" গ্রন্থে রয়েছে,

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ هُوَ اَثَرٌ صَحِيْحٌ. وَفِى الدِّرَايَةِ وَرِجَالُهٗ ثِقَاتٌ وَفِى التَّعْلِيْقِ الْحَسَنِ وَقَالَ الْعَيْنِى فِى عُمْدَةِ الْقَارِى اِسْنَادُ حَدِيْثِ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ

অর্থঃ– হযরত যেইলয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, সেই হাদীসটি সহীহ (নির্ভরযোগ্য)। 'দেরায়া' গ্রন্থে আছে, উক্ত হাদীসটির সমস্ত রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) সেক্বাহ (নির্ভরযোগ্য) এবং "আত্তালীকুল হাসান" গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যে, আল্লামা আইনী তাঁর স্বীয় কেতাব "উম্‌দাতুল ক্বারী" এর মধ্যে লিখেছেন যে, হযরত আসিম বিন কুলাইব এর হাদীসটি সাহীহ মুসলিম এর শর্তে সহীহ (নির্ভরযোগ্য) (এলাউস সুনান ৩ খন্ড ৫০ পৃঃ)

৩। গায়ের মোকাল্লিদ মোহাদ্দিস মোফাসসির নাওয়াব সিদ্দিক হাসান ভুপালী স্বীয় গ্রন্থ "আর রাওয়াতুন নাদীয়া"–তে লিখেছেন, 'রাফয়ে য়্যাদাইন (উভয় হাত তোলা) ও সুন্নাত। (আর রাওয়াতুন নাদীয়া ৯৪ পৃষ্ঠা)

☞ গায়ের মোকাল্লিদ মোহাদ্দিস মোফাসসির নাওয়াব সিদ্দিক হাসান ভুপালী স্বীয় গ্রন্থ "আর রাওয়াতুন নাদীয়া" ৯৫ পৃষ্ঠায় তিনি আরো লিখেন–

اِنَّ اٰخِرَ الْاَمْرَيْنِ تَرْكُ الرَّفْعِ وَلَايَدْرِىْ مُدَّةَالتَّرْكِ فَيَحْتَمِلُ اَنَّهُ تَرَكَهُ فِى اَيَّامِ الْمَرَضِىْ

অর্থঃ– (নাওয়াব সাহেব বলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রাফয়ে য়্যাদাইন (উভয় হাত তোলা) ছেড়ে দিয়ে ছিলেন তবে তার সময়টা সঠিক জানতে পারা যায়নি। সম্ভবত অসুস্থতার সময় তা ত্যাগ করেদিয়েছিলেন।

☞ নাওয়াব সিদ্দিক হাসান সাহেব আরো লিখেছেন উক্ত কেতাবেরই ৯৫ পৃষ্ঠায়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যে, রাফয়ে য়্যাদাইন ত্যাগ করার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তা থেকে তিনি শেষ যুগে (রাফয়ে য়্যাদাইন ত্যাগ করার উদ্দেশ্য করেছেন, পুর্ববর্তী দৈনন্দিন জীবনের ত্যাগ নয়।

নবী(আলাইহিস সালাম)শেষ যুগে হাত তোলা ত্যাগ করে দিয়েছিলেন।

☞ গায়ের মোকাল্লিদ মোহাদ্দিস মোফাসসির জনাব নাওয়াব সিদ্দিক হাসান ভুপালীর উপরোক্ত আলোচনায় কয়েকটি কথা প্রকাশিত হয়।

১। নবী আলাইহিস সালাম শেষ যুগে রাফয়ে যাদাইন (হাত তোলা) ত্যাগ করে দিয়েছিলেন।

২। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যে, রাফয়ে য়্যাদাইন (উভয় হাত উত্তোলন) করা ত্যাগ করেদিয়ে ছিলেন, তাও শেষ যুগে এবং তিনি যে রাফয়ে য়্যাদাইন ত্যাগ করা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা থেকেও শেষ যুগের রাফয়ে য়্যাদাইন বুঝানো হয়েছে।

৩। নাওয়াব সাহেবের এটা ধারণা যে নবীপাক আলাইহিস সালাম অসুস্থতাবস্থায় রাফয়ে য়্যাদাইন ত্যাগ করে দিয়েছিলেন।

পাঠকের দৃষ্টি চাই ! আমরাও তো এটাই বলছি, নবী আলাইহিস সালাম থেকে তার সর্ম্পূণ দৈনন্দিন জীবনে রাফয়ে য়্যাদাইন (উভয় হাত উত্তোলন) করা প্রমাণ নেই, তিনি ত্যাগ করেদিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনের কোন সময়ে তিনি রাফয়ে য়্যাদাইন ত্যাগ করেছিলেন তার চিহ্নিত করে দিয়েছেন জানাব নাওয়াব সিদ্দীক হাসান সাহেব, তা হচ্ছে জীবনের শেষ সময়ে।

পরবর্তী কর্মই প্রাধান্য পাবে

☞ হযরত ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নবী আলাইহিস সালামের জীবনের শেষ সময় সংক্রান্ত কর্ম সম্পর্কে কী উক্তি পেশ করেছেন দেখুন। وَاِنَّمَايُوخَذُ بِالْاٰخِرِ

অর্থাৎঃ– পরবর্তী (সময়ের কর্ম) নিঃসন্দেহে গ্রহণ যোগ্য (বোখারী শরীফ১ খন্ড ৯৬ পৃষ্ঠা)।

☞হযরত ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন –

وَاِنَّمَايُوخَذُ بِالْاٰخِرِمِنْ فِعْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

অর্থাৎঃ– নবী পাক আলাইহিস সালাম এর পরবর্তী কর্ম দ্বারা দলীল প্রমাণিত হবে। (বোখারী শরীফ ১ খন্ড ৪১৫ পৃষ্ঠা)

☞ সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা দ্বারা সূর্যের ন্যায় প্রকাশ হয়ে গেল যে, রূকূর আগে ও পরে উভয় হাত উত্তোলন করা 'মানসূখ' (রহিত)। যে সব সাহাবী থেকে কিংবা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম থেকে উভয় হাত উত্তোলন' প্রমাণিত, ওটা প্রথম যুগের আমল, পরবর্তীতে তা রহিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রূকূর আগে ও পরে হাত উত্তোলন না করার প্রমাণ

হাদীস নং ১

قَالَ التِّرْمِذِىُ حَدَّثَنَاهَنَّادٌ نَا وَكِيْعٌعَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍاَلَا اُصَلِّى بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَال اَبُوْعِيْسٰى حَدِيْثُ اِبْنِ مَسْعُوْدٍحَسَنٌ وَبِه يَقُوْلُ غَيْرُوَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَان وَاَهْلِ الْكُوفَةِ

অর্থঃ– হযরত হান্নাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন উপস্থিত লোকদের বললেন, আমি কি তোমাদের নিয়ে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর নামাযের মত নামায পড়ব ? এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং তাতে প্রথম তাকবীর অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোন সময় হাত তুললেন না। এই বিষয়ে হযরত বা'রা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবূ ঈসা (তিরমিযী শরীফের লেখক) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন ঃ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান (ভাল)। একাধিক সাহাবী ও হযরত সাওরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কূফাবাসী আলিমদের অভিমতও এই। (তিরমিযী শরীফ ১ খন্ড ৫৯ পৃষ্ঠা)।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত হাদীসের সনদসমূহ(সূত্রসমূহ)

উপরে উল্লেখিত বিষয়ের হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একাধিক মোহাদ্দিসগণ নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আমি এখানে তাঁদের সনদ সমূহ সম্পূর্ণ না লিখে শুধু হাওয়ালাসমূহ উপস্থাপিত করছি।

সনদ নং ১ ঃ হযরত ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। (নাসাঈ শরীফ ১ খন্ড ১১৭ পৃষ্ঠা)।

সনদ নং ২ ঃ হযরত ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত বিষয়ের হাদীস দ্বিতীয় সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন! (নাসাঈ শরীফ ১ খন্ড ১২০ পৃষ্ঠা)

সনদ নং ৩ ঃ হযরত ইমাম আবূ দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। দেখুন ! (আবূ দাউদ শরীফ ১ খন্ড ১১৬ পৃষ্ঠা)।

সনদ নং ৪ ঃ হযরত ইমাম আবূ দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দ্বিতীয় সনদ। দেখুন ! (আবূ দাউদ শরীফ ১ খন্ড ১১৬ পৃষ্ঠা)।

সনদ নং ৫ ঃ উক্ত বিষয়ে উল্লেখিত রাবী (বর্ণনাকারী) র হাদীস আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহমতুল্লাহি আলাইহি রেওয়ায়াত (বর্ণনা) করেছেন। দেখুন! (মুসনাদ ইমাম আহমাদ ১ খন্ড ৬৮৭ পৃষ্ঠা)।

সনদ নং ৬ ঃ উক্ত বিষয়ে উল্লেখিত রাবীর হাদীস আবূ বাকর ইবনে আবী শায়বা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। দেখুন ! (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ১ খন্ড ২৩৬ পৃষ্ঠা)।

সনদ নং ৭ ঃ উক্ত বিষয়ে উল্লেখিত রাবীর হাদীস ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। দেখুন ! (মুসনাদ ইমাম আযম ১ খন্ড ৩৫২ পৃষ্ঠা)।

সনদ নং ৮ ঃ উক্ত বিষয়ে উল্লেখিত রাবীর হাদীস ইমাম আযম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। দেখুন ! (বায়হাক্বী শরীফ ২ খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা)।

সনদ নং ৯ ঃ ইমাম বায়হাক্বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রেওয়ায়াত করেছেন। দেখুন ! (বায়হাক্বী শরীফ ২ খন্ড ৮০ পৃষ্ঠা)।

সনদ নং ১০ ঃ উক্ত বিষয়ে উল্লেখিত রাবী (বর্ণনাকারী) র হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত আবূ জাফর আহমাদ বিন মোহাম্মাদ তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। দেখন ! (তাহাবী শরী ১ খন্ড ১৬২ পৃষ্ঠা)

সনদ নং ১১ ঃ উক্ত বিষয়ে উল্লেখিত রাবী (বর্ণনাকারী) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত ইমাম তাহাবী দ্বিতীয় সনদে। দেখুন ! তাহাবী শরী ১ খন্ড ১৬২ পৃষ্ঠা)।

সনদ নং ১২ ঃ উক্ত বিষয়ে উল্লেখিত রাবী (বর্ণনাকারী) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আলকামা এবং হযরত আসওয়াদ রদিয়াল্লাহু আনহুমা। দেখন ! (আল-মুদূনাতুল কুরবা ১ খন্ড ৬৯ পৃষ্ঠা)।

সনদ নং ১৩ ঃ উক্ত বিষয়ে উল্লেখিত রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত ইমাম ইব্রাহীম নাখঈ আলাইহির রাহমা। দেখুন ! (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ১ খন্ড ২৩৬ পৃষ্ঠা)।

☞ ইহা ছাড়া উক্ত বিষয়ে উল্লেখিত রাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসের সনদ আরো রয়েছে কিন্তু আমি এই পর্যন্তই সমাপ্ত করলাম। উপরে উল্লেখিত সমস্ত সনদের সমস্ত রাবী (বর্ণনাকারী) ই নির্ভর যোগ্য। প্রয়োজনে আমি তা প্রমাণ করে দেবো (ইনশাআল্লাহ)।

হাদীস নং – ২

عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَالِىْ اَرَاكُمْ رَافِعِى اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوا فِىْ الصَّلٰوةِ

অর্থঃ– হযরত জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদের নিকট এমন সময় আগমন করেন, যখন লোকেরা নামাযের মধ্যে স্বীয় হাত উপরের দিকে উঠিয়ে ছিল। এতদ্দর্শনে তিনি বলেন ঃ আমি এটা কী দেখছি ? মনে হয় যেন তোমরা তোমাদের হস্তদ্বয়কে অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মত আন্দোলিত করছ ? তোমরা নামাযের মধ্যে শান্ত থাকবে। (মুসলিম শরীফ ১খন্ড পৃষ্ঠা, নাসাঈ শরীফ ১ খন্ড ১৩৩ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ শরীফ ১ খন্ড ১৫০ পৃষ্ঠা, মুসনাদ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ৪ খন্ড ৪৫১ পৃষ্ঠা, বায়হাক্বী শরীফ ২ খন্ড ২৮০ পৃষ্ঠা)।

হাদীস নং – ৩

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (ابن مسعود)قَالَ اَلا اُخْبِرُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ.

অর্থঃ– হযরত আলকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়ালস্নাহু আনহু বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নামায সম্পর্কে শিক্ষা দেব না? রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন, অতঃপর তিনি নামায আদায়কালে মাত্র একবার হাত উত্তোলন করলেন এরপর আর পুনরাবৃত্তি করলেন না। (নাসাঈ শরীফ ১ খন্ড ১১৭ পৃষ্ঠা)।

হাদীস নং – ৪

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (ابن مسعود)اَنَّهُ قَالَ اَلااُصَلِّىْ لَكُمْ صَلٰوةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلّامَرَّةً وَاحِدَةً

অর্থঃ– হযরত আলকামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামার নামায সম্পর্কে শিক্ষা দেব না ? অতঃপর তিনি নামায আদায় কালে শুধু মাত্র একবার হাত উত্তোলন করলেন। (নাসাঈ শরী ১ খন্ড ১২০ পৃষ্ঠা)।

হাদীস নং – ৫

عَنِ الْبَرَاءِ (بْنِ عَاذِبٍ) اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَااِفْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَايَعُوْدُ .

অর্থঃ– হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করতেন, তখন উভয় হাত দু'কানের কাছে তুলতেন, এর পর আর পুনরাবৃত্তি করতেন না।

হাদীস নং – ৬

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ اِفْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتّٰى انْصَرَفَ.

অর্থঃ– হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখেছি যখন তিনি নামায আরম্ভ করেছেন তখন উভয় হাত উত্তোলন করেছেন। পুনরায় নামায থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে হাত তোলেননি। (আবূ দাউদ শরীফ ১ খন্ড ১১৭ পৃষ্ঠা)

হাদীস নং – ৭

اَبُوْحَنِيْفَةَ يَقُوْلُ الشَّعْبِىُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَاافْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ لَايَعُوْدُ يَرْفَعُهُمَا حَتّٰى يُسَلِّمَ مِنْ صَلٰوتِهٖ.

অর্থাৎঃ– হযরত আবূ হানীফা বলেন, হযরত শোবী বলতেন যে, আমি হযরত বারা বিন আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বলতে শুনেছি। যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন স্বীয় হস্তদ্বয় কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন অতঃপর তিনি নামাযের শেষ পর্যন্ত আর কখনও স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না। (মুসনাদে ইমাম আবি হানীফা ১৫৬ পৃষ্ঠা)

হাদীস নং – ৮

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ(ابْنِ مَسْعُوْدٍ)عَنِ النَّبِى ﷺ اِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَايَعُوْدُ.

অর্থঃ– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রথম তাকবীরে স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। অতঃপর আর কখনও তা পুনরাবৃত্তি করতেন না। (তাহাবী শরীফ ১ খন্ড ১৬২ পৃষ্ঠা)

হাদীস নং – ৯

عن الاسودِقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَايَعُوْدُ

অর্থ ঃ– হযরত আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি হযরত ওমর বিন খত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছি, তিনি প্রথম তাকবীরে স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। অতঃপর আর কখনও তা পুনরাবৃত্তি করতেন না। (তাহাবী শরীফ ১ খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)।

হাদীস নং – ১০

عَنْ مُجَاهِدٍقَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اِبْنَ عُمَرَ (اِبْنِ الْخَطَّابِ)فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّافِىْ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ

অর্থঃ– হযরত মোজাহিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-র পিছনে নামায আদায় করলাম (দেখলাম) তিনি নামাযের প্রথম তাকবীর ছাড়া কখনও স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন না। (তাহাবী ১ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)।

হাদীস নং – ১১

مِنَ الصَّلٰوة اَبُوبَكْرِبْنِ عَيَّاشٍ قَالَ مَارَأَتْ فَقِيْهاً قَطُّ يَفْعَلُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى غَيْرِ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى

অর্থ ঃ– হযরত আবূ বাকর বিন আইয়াশ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি কখনও কোন ফাক্বী (ধর্মীয় শাস্ত্রবিদ) কে প্রথম তাকবীর ছাড়া স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখিনি। (তাহাবী শরীফ ১ খন্ড ১৬৫ পৃষ্ঠা)।

বস্তুত ঃ–

ইমাম আবূ জাফর আহমাদ বিন মোহাম্মাদ তাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যাঁর সূত্রে ৮,৯,১০ এবং ১১ নম্বর হাদীস বর্ণিত, সে একজন নির্ভরযোগ্য মোহাদ্দিস তাঁর স্বীকৃতি শীর্ষস্থানীয় মোহাদ্দিসগণ দিয়েছেন।

হযরত ইমাম যাহবী আলাইহির রাহমা বলেন যে, হযরত ইমাম ইবনে ইউনুস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন–

كَانَ ثِقَةً ثَبْتًا فَقِيْهًا عَاقِلًا لَمْ يُخَلِّفْ مِثْلَهُ

অর্থঃ- ইমাম তাহাবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) একজন সেক্বাহ(নির্ভরযোগ্য) ফাক্বীহ (ধর্মীয় শাস্ত্রবিদ), বিবেকবান ব্যক্তি। স্বীয় পশ্চাতে কোন নযীর ছেড়ে যাননি। (তাযকেরাতুল হুফফায ৩ খন্ড ২১ পৃষ্ঠা)।

গায়ের মোক্বাল্লিদ (মাযহাব অমান্যকারী) ওহাবীদের প্রশংসিত ঐতিহাসিক মোফাসসির আল্লামা ইবনে কাসীর স্বীয় গ্রন্থ "আল-বেদায়া অন-নেহায়া"-র মধ্যে হযরত ইমাম তাহাবীর খুব প্রশংসা করেছেন তিনি লিখেছেন, ইমাম তাহাবী মূল্যবান ও বে-নযির লেখক; হাদীস বর্ণনায় অত্যান্ত নির্ভরযোগ্য। শীর্ষস্থানীয় হাদীসের হাফেযদের মধ্যে তিনি এক জন। (বেদায়া অন-নেহায়া মোতারজম ১১ খন্ড ৪২১ পৃষ্ঠা)।

গায়ের মোক্বাল্লিদদের সর্বোত্তম ইমাম, ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নাজদী "আল-জামেউল ফারীদ" গ্রন্থে লিখেছেন ইমাম তাহাবী সম্পর্কে।

"তিনি (ইমাম তাহাবী) বড় মাপের ইমাম, মোহাদ্দিস ফাক্বীহ এবং ধর্মের হেফাযতকারী। ইমাম তাহাবী নির্ভরযোগ্য, বৃহত্তম আলেমে দ্বীন, ফাক্বীহ এবং এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ ছিলেন যাঁর নযির নেই। (আল-জামেউল ফারীদ ১০৪-১০৫ পৃষ্ঠা)।

হাদীস নং – ১২

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ، اِنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَاافْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَايَعُوْدُ

অর্থঃ- হযরত আসিম বিন কোলাইব স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নিঃসন্দেহে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) নামায আরম্ভকালে স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, অতঃপর আর কখনও তা পুনরাবৃত্তি করতেন না। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ খন্ড ২৩৬ পৃষ্ঠা)।

হাদীস নং– ১৩

عَنْ اَبِیْ اِسْحَاقَ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ عَبْدِاللّٰهِ وَاَصْحَابُ عَلِیٍّ لَایَرْفَعُوْنَ اَیْدِیَهُمْ اِلَّافِیْ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

অর্থঃ– হযরত আবূ ইসহাক রাহমাতল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সমস্ত শিষ্য নামায আরম্ভর সময় ছাড়া আর কখনও স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা)।

হাদীস নং– ১৪

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (ابن مسعود)اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِی اَوَّلِ مَايَسْتَفْتِحُ ثُمَّ لَايَرْفَعُهُمَا

অর্থঃ– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নামায আরম্ভকালে স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন। অতঃপর আর কখনও তা পুনরাবৃত্তি করতেন না। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

হাদীস নং– ১৫

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَاكَبَّرْتَ فِی الصَّلٰوةِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ ثُمَّ لَاتَرْفَعْهُمَا فِيْمَابَقِیَ

অর্থাৎঃ– হযরত ইব্রাহীম নাখঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন, যখন তুমি নামায আরম্ভর জন্যে তাকবীর বলবে তখন উভয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করবে। অতঃপর বাকি নামাযে আর কখনও তা পুনরাবৃত্তি করবে না। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

হাদীস নং– ১৬

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَاتَرْفَعْ يَدَيْكَ فِیْ شَیْءٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ اِلَّافِیْ الْاِفْتِتَاحَةِ الْاُوْلٰی

অর্থঃ– হযরত ইব্রাহীম নাখঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নামায আরম্ভ করার সময় ছাড়া আর কখনও স্বীয় হস্তদ্বয়

উত্তোলন করবেনা। (মুসান্নাফ ইবনে আবীশায়বা ১ খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

বস্তুতঃ– হযরত ইমাম নাখঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সেই মহান ব্যক্তি যাঁর উক্তি হযরত ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বোখারী শরীফে কয়েক জায়গায় ব্যবহার করেছেন। দেখেনিন, বোখারী শরীফ ৪৪, ১৮০, ১৭০, ৮৪, ৩৭ প্রথম খন্ডে। শুধু তাই নয় হযরত ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার কাছ থেকে হাদীসও নিয়েছেন দেখুন (বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ৩৪৪, পৃষ্ঠা ১০)।

তিনি সেই ইমাম নাখঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যাঁর সম্পর্কে হযরত ইমাম যাহবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মত, শীর্ষস্থানীয় ইমাম লিখেছেন যে, হযরত ইমাম নাখঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসের বড় যাচাইকারী ছিলেন। (তাযকেরাতুল হুফফায ১ম খন্ড ৫৯ পৃষ্ঠা)

☞ হযরত আবূ বাকার ইবনে আবী শায়বা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় গ্রন্থ "মুসান্নাফ ইবনে আবীশায়বা" ই-উপরে উল্লেখিত ১২ নং হাদীস থেকে ১৫ নং হাদীস পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে হযরত ইমাম যাহবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, তিনি বড় মাপের হাফিযে হাদীস এবং হুজ্জাত (দলীল); তিনি হযরত ইমাম বোখারী (বোখারী শরীফের লেখক) এবং হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা) এর শিক্ষক এবং মুহাদ্দিসগণের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সেক্বাহ (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। (মিযানুল ই'তেদাল ২ খন্ড ৪৯০ পৃষ্ঠা)

☞ হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী লিখেছেন যে, ইবনে আবী শায়বা একজন নির্ভরযোগ্য ও মনোনীত লেখক। (তাক্বরীবুত তাহযীব ১ম খন্ড, ৫২৮ পৃষ্ঠা)

☞ হযরত ইমাম বোখারী আলাইহির রাহমা স্বীয় গ্রন্থ বোখারী শরীফে ৩০ খানা হাদীস (ইবনে আবী শায়বা থেকে)বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব ৩য় খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা)

❁ সুতরাং, যখন বোখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁদের হাদীস গ্রহণযোগ্য, তবে তাঁর নিজ গ্রন্থ ও নির্ভরযোগ্য হবে। আর তাঁর সমস্ত হাদীস হাত উত্তোলনের বিপক্ষে, এবার ভাবুন ! ইমাম বোখারীর হাদিসের উপর আমল করবেন না তাঁর শিক্ষকের হাদীসের উপর ? ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খোলাফায়ে রাশেদিন এর আমল।

(১) প্রথম খলিফা হযরত আবূ বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া কখনো স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন না। (বায়হাক্বী শরীফ ২য় খন্ড, ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা, দারু কুতনী ১ম খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা, কামিল ইবনে আদি ৩৩৭ পৃষ্ঠা, মুসনাদে আবূ ইয়ালা ৫ম খন্ড ৩৬ পৃষ্ঠা)

(২) দ্বিতীয় খালিফা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া কখনো উভয় হাত উত্তোলন করতেন না। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম খন্ড ২৩৭ পৃষ্ঠ তাহাবী শরীফ ১ম খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

(৩) হযরত ইমাম মারদিনী বলেন, "রূকূর আগে ও পরে উভয় হাত উত্তোলনকারীদের মধ্যে হযরত উসমান গনী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কেউ গন্য করেননি ।" (আল-জাওহারুন নাক্বী ২য় খ- ৮০ পৃষ্ঠা)

(৪) চতুর্থ খলিফা হযরত ইমাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া কখনো হাত তোলতেন না। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ১ম খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ৯০ পৃষ্ঠা, তাহাবী শরীফ ১ম খন্ড ১৬৩ পৃষ্ঠা, মুসনাদ ইমাম যায়েদ বিন আলী ৮৯ পৃষ্ঠা)

عَنْ اَبِیْ اِسْحَاقَ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ عَبْدِاللّٰهِ وَاَصْحَابُ عَلِیٍّ لَایَرْفَعُونَ اَیْدِیَهُمْ اِلَّافِیْ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ . قَالَ وَكِیْعٌ ثُمَّ لَایَعُوْدُونَ . رَوَاهُ اَبُوبَكْرِبْنِ اَبِی شَیْبَةَ وَاِسْنَادُهُ صَحِیْحٌ .قَالَ النَّیْمَوِی الصَّحَابَةُ رضی الله عنهم وَمَنْ بَعْدَهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِیْ هٰذَاالْبَابِ وَاَمَّاالْخُلَفَاءُ الْاَرْبَعَةُ رضی الله عنهم لَمْ یَثْبُتْ عَنْهُمْ فِی غَیْرِتَكْبِیْرَةِ الْاِحْرَامِ.

অর্থাৎঃ- হযরত আবূ ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম -এর ছাত্রগণ ও সঙ্গীসম্প্রদায় নামায আরম্ভ করার সময় ছাড়া আর কখনো স্বীয় হাত উত্তোলন করতেন না। হযরত ওকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির রেওয়ায়াতে আছে সে, দ্বিতীয়বার হাত তোলতেন না। হযরত আবূ বাকর বিন আবী শায়বা তা বর্ণনা করেছেন এবং তার সনদ ও সঠিক আছে। আর হযরত আল্লামা নেমবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, এই মসলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী ইমাম ও ফাক্বীহগণের মধ্যে মতভেদ করেছে। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে প্রথম তাকবীর (তাকবীরে তাহবীমা) ছাড়া কখনো হাত উত্তোলন করার প্রমাণ নেই। (আসারুস সুনান মা'আত তালীক ১০২ পৃষ্ঠা)

সাহাবীদের আমল

হাদীস নং- ১

اِنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ رضِى الله عنه كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ فَكَبَّرَ كُلَّمَاخَفِضَ وَرَفَعَ قَالَ اَبُوْجَعْفَرَ وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ.

অর্থাৎঃ- নিশ্চয় হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু নামায পড়াতেন; প্রত্যেকটি স্থান পরিবর্তনে শুধুমাত্র তকবীর পাঠ করতেন। হযরত আবূ জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি (হুযুর আবু হুরায়রা) শুধু নামায আরম্ভ কালেই তাকবীর বলে উভয় হাত উত্তোলন করতেন। (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ৮৮ পৃষ্ঠা)

হাদীস নং-২

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ شَىْءٍ ثُمَّ لَايَرْفَعُ بَعْدُ

অর্থাৎঃ- হযরত ইব্রাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু নামায আরম্ভ কালেই উভয় হাত উত্তোলন করতেন, তার পর কোনো স্থানেই হাত উত্তোলন করতেন না।(মুন্নাফ ইবনে আবি শায়বা ২৩৬ পৃষ্ঠা,(মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ৯০ পৃষ্ঠা)

হাদীস নং- ৩ عَنْ مُجَاهِدٍقَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اِبْنِ عُمَرَرضى الله عنه فَلَمْ يَكُنْ يَرْ فَعُ يَدَيْهِ اِلَّافِىْ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ .

অর্থাৎঃ- হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে নামায আদায় করলাম। অতঃপর (আমি দেখলাম) তিনি নামাযের প্রথম তাকবীর ছাড়া কোথাও স্বীয় উভয় হাত উত্তোলন করলেন না। (তাহাবী শরীফ ১ম খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা যোগ্য বিজ্ঞ, খ্যাতি সম্পন্য, সকলেরই আমল দেখা যায় হাত তোলার বিপক্ষে। আমি শুধুমাত্র কয়েকজনের উদ্ধৃতি দিলাম প্রয়োজনে আরও দেওয়া যাবে।

সাহাবী ও তাবেঈদের আমল

তিরমিযী শরীফ ৫৯ পৃষ্ঠায় হযরত আবূ ঈসা তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন-

وَبِهٖ يَقُوْلُ غَيْرُوَاحِدٍمِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَهُوَقَوْلُ سُفْيَانَ وَاَهْلِ الْكُوفَةِ .

অর্থাৎঃ- একাধিক সাহাবী ও তাবেঈ এই অভিমত (অর্থাৎ হাত না তোলা) ব্যক্ত করেছেন। হযরত সুফয়ান সাওরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও কূফাবাসী আলেমদের অভিমতও এই।

☞ হযরত সুফয়ান সাওরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদীসের বড় মাপের আলেম ছিলেন।

☞ হযরত ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মদীনা শরীফের ইমাম এই বিষয়ে তাঁরও অভিমত এটাই। দেখুন (মুদূনাতুল কুবরা ১ম খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)।

তাবেঈদের আমল।

হাদীস নং– ১

عَنْ حَمَّادٍعَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىْ قَالَ لَاتَرْفَعْ يَدَيْكَ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ بَعْدَالتَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى .

অর্থাৎঃ– হযরত হাম্মাদ রাদিয়াল্লাহু আন্হু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে হযরত ইমাম নাখঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (আমাকে) বলেন; নামাযে প্রথম তাকবীর ব্যাতিত আর কখনও উভয় হাত উত্তোলন করবে না। (মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ ৯২ পৃষ্ঠা)

হাদীস নং– ২

عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ وَاِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَا لَايَرْفَعَانِ اَيْدِيَهُمَا اِلَّافِى بَدْءِ الصَّلٰوةِ

অর্থাৎঃ– হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে হযরত খাইসামা এবং হযরত ইব্রাহীম রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নামায আরম্ভ কাল ব্যাতিত পুরো নামাযে আর কোথাও উভয় হাত তুলতেন না।

হাদীস নং– ৩

عَنِ الْعَشْعَثُ عَنِ الشُّعْبِىْ اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ التَّكْبِيْرِ ةِ ثُمَّ لَايَرْفَعُهُمَا

অর্থাৎঃ– হযরত আশআস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে হযরত শো'বী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম তাকবীরের সময় উভয় হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর আর পুনরাবৃত্তি করতেন না। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা ১ম খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা)

ইহা ছাড়া অসংখ্য বিখ্যাত, স্বনাম ধন্য, যোগ্য–বিজ্ঞ তাবেঈদের মত, রূকূর আগে ও পরে উভয় হাত তোলার বিপক্ষে রয়েছে। যারা হাদীসের বিশারদ তাদের নিকটে তা অবশ্যই সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত। তাই আমি শুধু মাত্র কয়েকটাই উদ্ধৃতি উপস্থাপন করলাম।

ইমাম আবুহানিফার মুনাযারা

হযরত আবূ মুহাম্মাদ বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত সুফয়ান ইবনে উয়াইনা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত ইমাম আওযাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সাক্ষাত হলো মক্কা শরীফের "দারুল হানাতীন" নামক স্থানে। এ দু'জন বুযুর্গের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হলো। এ 'বিতর্ক' ফতহুল ক্বাদীর এবং 'মিরক্বাত শারহে মিশকাত' ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে। তা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল–

ইমাম আওযাঈঃ রূকূতে যাওয়ার আগে ও পরে আপনি উভয় হাত উত্তোলন করেন না কেন ?

ইমাম আবূ হানীফা ঃ এ জন্যই যে, এ সব জায়গায় উভয় হাত উত্তোলন করা হুযূর (আলাইহিস সালাম) দ্বারা প্রমাণিত নয়।

ইমাম আওযাঈঃ আপনি এটা কিভাবে বললেন ? আমি আপনাকে উভয় হাত উত্তোলনের ব্যাপারে সাহীহ হাদীস শুনাচ্ছি–

اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُ مِنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَاافْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَعِنْدَالرُّكُوعِ وَعِنْدَالرَّفْعِ مِنْهُ

অর্থাৎঃ– হযরত ইমাম যোহরী হযরত সালিম থেকে আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সালিম নিজ পিতা থেকে আর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (নবীপাক আলাইহিস সালাম) যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং রূকূর সময় ও রূকূ থেকে উঠার সময়।

ইমাম আযমঃ আমার কাছে এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী হাদীস এর বিপরীতে বিদ্যমান।

ইমাম আওযাঈ ঃ আচ্ছা ! অবিলম্বে পেশ করুন

ইমাম আযাম ঃ নিন। শুনুন।

وَعِنْدَالرَّفْعِ مِنْهُ حَدَّثَنَاحَمَّادٌعَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِعَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لَايَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّاعِنْدَافْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لَايَعُوْدُلِشَىْءٍ مِّنْ ذَالِكَ .

অর্থাৎঃ– আমার কাছে হযরত হাম্মাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত ইব্রাহীম নাখঈ থেকে তিনি হযরত আলক্বামা এবং আসওয়াদ থেকে, তাঁরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণনা করেন নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম শুধু মাত্র নামাযের শুরুতে উভয় হাত উত্তোলন করতেন। এরপর আর কখনো পুনরাবৃত্তি করতেন না।

ইমাম আওযাঈঃ আমার পেশকৃত হাদীসের উপর আপনার উপস্থাপিত হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব কি ? যার কারণে এটা গ্রহণ করলেন, আর আমার পেশকৃত হাদীস ছেড়ে দিলেন।

ইমাম আযম ঃ এ জন্যই যে, হযরত 'হাম্মাদ' যোহরী'র চেয়ে বড় আলেম ও ফাক্বীহ। আর 'ইব্রাহীম নাখঈ' 'সালিম' এর চেয়ে বড় আলেম ও ফাক্বীহ। 'আলক্বামা' 'সালিমে'র পিতা অর্থাৎ 'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের' চেয়ে ইলমের ক্ষেত্রে কম নন। 'আসওয়াদ' অনেক বড় খোদাভীরু ফাক্বীহ এবং উত্তম। হযরত আব্দল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন ফাক্বীহ। ক্বেরাতের ক্ষেত্রে এবং হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম
এর সাহচর্যের ক্ষেত্রে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনেক বড় ছিলেন। শৈশব থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিও সাল্লাম-এর সাথে থাকতেন। সুতরাং আমার হাদীস খানার রাবী (বর্ণনাকারী) আপনার হাদীসের রাবীদের চেয়ে ইলম ও মর্যাদার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। এ জন্যই আমার পেশকৃত হাদীস বেশী শক্তিশালী এবং গ্রহণযোগ্য। ইমাম আওযাঈ নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। (মুসনাদ ইমামে আযম ৫০ পৃষ্ঠা)

❁ হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ সনদ দেখুন কত দৃঢ়, এতে কোন ত্রূটি বের করতেই পারবেন না এবং হযরত ইমাম আওযাঈর নীরবতার কোন হেতু খুজেঁ পাবেন না। এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম মায়ের গর্ভেও ধারণ করেন নি।

ইতি–
মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী
৮ই আগস্ট ২০১৭ রোজ
মঙ্গলবার।

জাশণে দাস্তারে ফাযিলাত, আলেমিয়াত ও ক্বেরাত

দাওয়াত নামা

মহাশয়/মহাশয়া, ...

আস্‌সালামু আলাইকুম অ রাহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু।

আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহপাকের অশেষ কুরুনা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামার দয়া এবং পিতা-মাতা ও শিক্ষক গণের নেক দুআর বরকতে আগামী...../...../..... তারিখে মাদ্রাসা গৌসিয়া ফাসিহীয়া মাদীনাতুল উলুম, খালতিপুর , কালিয়াচক, মালদা- এর পবিত্র সভায় পীর-মাশায়েখ ও আলেম সম্প্রদায়ের পবিত্র হস্তদ্বারা আমার শিরপরে রাসূল প্রতিনিধিত্বের মহা মূল্য তাজ পরিধান করা হবে (ইনশা'আল্লাহ)।

সুতরাং উক্ত সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্ত ভাবে কামনা করি।

ইতি--

নাম.....

সাং.....

পোঃ.....

থানা.....

জেলা.....

মোবাইল.....

প্রকাশক ঃ
ফারেগীনে মাদ্রাসা মাদীনাতুল উলূম
খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা। শিক্ষাবর্ষ-২০২০
Printing by - AYNEYA HIND PRESS @ 8768161842

লেখকের লিখিত গ্রন্থাবলী

১। তোহফায়ে কালিমী (যিকির সম্পর্কিত)।

২। মুনকাশিফ (মুনশায়েব এর শারাহ)।

৩। কাশফুল আদাব (ফায়যুল আদাব এর শারাহ) প্রথম খন্ড।

৪। আযীযুল আদাব (মাজানীয়ুল আদাব এর শারাহ)।

৫। এতেকাফের নিয়ম ও মসায়েল।

৬। নাগমাতে কালিমী (নাত ও গজলের বই) ।

৭। নাগমাতে আযীযী।

৮। তাযকেরায়ে মাশায়েখে পান্ডুয়া।

৯। ইলম এবং আলেমসম্প্রদায়।

১০। ভূমিকম্পের কারণ ও পূর্ববর্তী আযাবের বিবরণ।

১১। ইমামের অনুসরণে ক্বেরাতের হুকুম।

১২। আ'লা হযরত-এর মহান ব্যক্তিত্ব।

দুনিয়ার রঙ

নবীজি কর কারাম একবার নবীজি কর কারাম একবার
ধর্মের বিধান ছেড়ে রঙেছি রঙ্গেতে দুনিয়ার।

চারিদিকে ছেয়ে গেছে শত্রু ইসলামের
দুনিয়ায় থেকে যত্ন করা বিপদ ঈমানের
খোদা তা-আলার হাবীব তুমি রহমতের ভান্ডার। ঐ

চেয়ে দেখো টিভি সিডি ঘরে ঘরে চলে
মা আর বেটা, বাপ আর বেটি দেখে সবাই মিলে
কেন হবেনা তোমার ছেলে দুষ্ট দুরাচার। ঐ

ছেলের পোষাক মেয়ে পড়ে মেয়ের পোষাক ছেলে
নখে পালিশ ঠোঁটে পালিশ চাপে সাইকেলে
মাথা খুলে চুলটি ছেড়ে ফিরে হাট বাজার। ঐ

ছেলে-মেয়ে সবাইকে করে ভর্তি স্কুলে
খাবার থাকে বা না থাকে তাতে পয়সা ফেলে
মৃত্যু কালেও কলেমা জানেনা লাভ কি সে পড়ার। ঐ

অধম আযীয বলে হুযুর তোমার কদম ধরে
খোদার সামনে যাবার মত মুখ নেই গুনাহর তরে
দয়া করে সঙ্গে নিও হাশরে তোমার। ঐ